বৃদ্ধাশ্রম

▣ পীযূষ কান্তি চৌধুরী

জন্ম দিয়েছে মা তার আদরের সন্তান,
একদিন বড় হয়ে আগো করবে সংসার
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মা বড় করে তার ছেলে।
পড়াশুনা করে ছেলে একদিন অনেক বড় হবে,
সেদিন সংসারে থাকবে না কোন অভাব অনটন,
আধপেটা খেয়ে মা বড় করে তার ছেলে,
হায়রে কপাল! লেখা পড়া করে ছেলে যায় মাকে ভুলে।
ছেলে বউ আর তাদের আদরের সন্তান
তিন জনে মিলে হয় তাদের সুখের সংসার।
বৃদ্ধ মা বাবার তার আজ নেই কোন প্রয়োজন
সুন্দর সাজানো ঘরে তাদের মানায় না এখন।
লোক লজ্জার ভয় তাদের কিছু হলেও আছে
সময়ের অভাব এই অছিনায় পাঠায় তাদের বৃদ্ধাশ্রমে,
মায়ের দুধের দাম আর কঠোর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম
কোনটিরই মূল্য যে আজ তাদের কাছে নেই এখন।
বৃদ্ধাশ্রমে থেকে মা একটিবার আদরের নাতি দেখতে চায়
মা পাঠায় না ছেলেকে যদি বৃদ্ধার নজর লেগে যায়,
অবশেষে আসে প্রকৃতির নিয়মে সেই দিন
চির বিদায় নিতে হবে আর মাত্র কটা দিন।
চির বিদায়ের চিঠি পেয়ে বৃদ্ধাশ্রমে মা ভাবে
ছেলে বুঝি চিঠি পাঠিয়েছে মাকে বাড়ি যেতে,
সহসাই মায়ের ভুল ভেঙ্গে গেল
ইহ জীবনে আর মায়ের বাড়ি কিবা নাই হল,
বৃদ্ধাশ্রমেই মা করল ত্যাগ জীবনের শেষ নিঃশ্বাস,
সেই সংবাদ পেয়ে পুত্র বধূর আর্ত চিৎকার,
ব্রাক্ষণের বিধান মেনে গলায় ধরা ধারণ করে,
শ্রাদ্ধ শান্তি করে ছেলে বহু টাকা খরচ করে,
আত্মীয় সজন জ্ঞানী গুণী জন ছিল যত

একে একে সবাই শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রন খেতে এল,
ঘটা করে শ্রাদ্ধ করে করেনা সেথায় কোন ভুল
গাভী দান করে বৈতরিনি পার করে,পার করে কূল।
মায়ের আত্মা হবে এবার নিশ্চই বৈতরিনি পার
স্বর্গের দোয়ার উন্মুক্ত এবার বাঁধা নেই আর,
ছোট নাতি মনে মনে তার ঠাকুরমাকে খুঁজে,
মা বলে তোর ঠাকুরমা চলে গেছে স্বর্গলোকের দেশে।
ছোট ছেলে প্রশ্ন করে মাকে ,বৃদ্ধাশ্রমের রাস্তা দিয়ে বুঝি স্বর্গে যেতে হয় ?
বৃদ্ধাশ্রমটি কোথায় মাগো আমায় চিনিয়ে দিলে ভালো হয়
পাঠিয়ে দেব আমি তোমাদের যখন দরকার হবে
তোমরা যখন বৃদ্ধ হবে করব না মাগো দেরি
বৃদ্ধ হলেই তোম্মাদের বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেব তাড়াতাড়ি।।